“স্বাধীন নারী, আলোকিত সমাজ”

আজকের পৃথিবীতে “নারীর স্বাধীনতা” কেবল একটি শব্দ নয়—এটি একটি সমাজকে বদলে দেওয়ার শক্তি। স্বাধীনতা মানে শুধু বাইরে কাজ করার সুযোগ নয়; স্বাধীনতা মানে নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা এখনো এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে মেয়েদের ইচ্ছা–অধিকার–স্বপ্নকে অনেক সময়ই তুচ্ছ করে দেখা হয়। অথচ সমাজ যত আধুনিকই হোক, নারীর স্বাধীনতা ছাড়া কোনো উন্নয়নই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী সামনে এগোয়, প্রযুক্তি বদলায়, সভ্যতা উন্নত হয়—কিন্তু নারীর স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্নগুলো এখনো একই জায়গায় ঘুরপাক খায়। নারী স্বাধীনতা আসলে কী? “নারীর স্বাধীনতা” আজও একটি আলোচিত, বিতর্কিত এবং একই সঙ্গে জরুরি বিষয়। শব্দটি যতটা সহজ, বাস্তবে তার প্রয়োগ ততটা কঠিন। কারণ স্বাধীনতা মানে শুধু বাইরে কাজ করার অনুমতি নয়; স্বাধীনতা মানে নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার। আর এই অধিকার অর্জনের পথেই সবচেয়ে বড় বাধা—সমাজের চোখে আজও নারীর প্রতি অদৃশ্য বৈষম্য।

শিক্ষার অধিকার, কাজের সুযোগ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা—এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি থাকলেও বাস্তবতার চিত্র পুরোপুরি উজ্জ্বল নয়। শহরের নারী হয়তো কিছুটা এগোতে পেরেছে, কিন্তু গ্রাম থেকে শহরতলি—এখনও অসংখ্য নারী বাল্যবিয়ে, যৌতুক, সহিংসতা, কর্মসংস্থানের অভাব আর সামাজিক নজরদারির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের স্বাধীনতা এখনও “সমাজ কি বলবে”—এই চার শব্দের কাছে বন্দি।

একজন নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে পরিষ্কারভাবে ওঠে আসবে নারীর জীবন কতটা ভয়াবহ। এই ভয়াবহতার পেছনে যে কেবল পুরুষ সমাজ দায়ী তা নয়, বরং নারী ও পুরুষ সমানভাবে দায়ী।আমরা কথায় কথায় পুরুষের দোষ খুঁজে বেড়াই, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতাগুলো নিয়ে কখনোই মুখ খুলি না। নারীবাদী হতে গিয়ে, আমরা অনেকটাই পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছি, যা আসলে আমাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে শেখায়। কিন্তু নারীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে, নিজের জায়গাটা নিজে চিনে নিতে শেখে, পুরুষের সাধ্য নেই নারীকে আটকানোর।

নারীর স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় বাধা হলো সমাজের সেই অদৃশ্য দেয়াল,